সংবাদ

তারিখ 31 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল শিক্ষক সমিতি নির্বাচন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচনও পণ্ড হয়ে গিয়েছে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, শিক্ষক লাঞ্ছনা ও কক্ষে তালা ঝোলানোর মধ্য দিয়ে। পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন শুরু হয়। সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে পৌনে ১০টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে তা চলতে থাকে। ১৮৭ জন ভোটারের মধ্যে ৫২ জন তাদের ভোটাধিকারও প্রয়োগ করেন। এরপরই সেখানে হাঙ্গামা শুরু হয়। ২৫/৩০ জনের একটি দল ভোটকেন্দ্রে ঢুকে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বের করে দিয়ে কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সমিতির সভাপতি (তার বিপক্ষে কোন প্রার্থী ছিলেন না) ড. আবু সফি আহমেদ আমিন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া অভিযোগ করেছেন যে, প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে সন্ত্রাসীরা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করেছে। হামলার আগে কয়েকজন চিকিৎসক এসে ভোটগ্রহণ বন্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন বলে তারা জানান। অন্যদিকে সরকার সমর্থক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ডা. সাইফুল ইসলাম এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন যে, নির্বাচন বানচাল বা ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের সঙ্গে তারা জড়িত নন। তিনি বর্তমান নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও দাবি করেছেন।

এই ঘটনাটি কোন শিল্প কারখানার সিবিএ নির্বাচনে ঘটলে আমরা অবাক হতাম না। বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ তো লেগেই আছে। অতএব কোন সিবিএ নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে এ ধরনের ঘটনা কেবল অনাকাঙ্ক্ষিত নয়, লজ্জাজনকও। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন নয় যে সেই দলের ইঙ্গিতে কাজ করবে। শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষাই এ সমিতির প্রধান কাজ। অতএব যারাই সমিতির নেতৃত্বে আসবেন তারা শিক্ষকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিই অগ্রাধিকার দেবেন। এ নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারপিট ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। যেখানে সভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন সেখানে যেকোন উপায়ে নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখার কৌশল কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য– বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। নির্বাচনের মাত্র ৩ দিন আগে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত করে দেন। এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী মামলা করলে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ বাতিল করে দেন। এরপর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয় এবং ২৭শে মে সকালে যথারীতি ভোটগ্রহণও শুরু হয়। এরপরই সরকার সমর্থক চিকিৎসকরা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে নির্বাচন ভণ্ডুল করে দিলেন। তবে নির্বাচন ভণ্ডুলের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপিল বিভাগের একটি আদেশ এনে হাজির করেন, যাতে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক সমিতির নির্বাচন যারা ভণ্ডুল করে দিয়েছে তারা কিন্তু আপিল বিভাগের আদেশের অপেক্ষা করেনি। আপিল বিভাগের আদেশ এসেছে দুপুরে, আর নির্বাচন ভণ্ডুল করা হয়েছে সকাল ১০টায়।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তেলেসমাতি কাণ্ড শুরু হয়েছে। কখনও কর্মচারীদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে, কখনও শিক্ষক-চিকিৎসকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে চিকিৎসা ও পড়াশোনার পরিবেশকে নষ্ট করা হচ্ছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচন। উচ্চ আদালতের আদেশ সম্পর্কে আমাদের কোন মন্তব্য নেই। কিন্তু সেই আদেশের আগেই পেশিশক্তি দেখিয়ে যারা নির্বাচন ভণ্ডুল করে দিল তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে ধরনের কোন ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছেন কি? এভাবে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে দেয়া যায় না। যারা এই সর্বনাশা খেলায় মেতেছেন তাদের দেয়ালের লিখন পড়ে দেখার অনুরোধ জানাব।